১লা ফাল্গু: ২০০৭

অবৈধ সম্পর্ক
৭ সমস্যার সমাধান

মডেল : স্বাতী

উল্লিখিত ঘটনাগুলির প্রত্যেকটি সত্যি, তবে গোপনীয়তার জন্য পাত্র-পাত্রীর নাম পরিবর্তন করা হয়েছে মাত্র। সমস্যার সমাধানে খ্যাত কাউন্সেলর দীপা তলাপাত্র

প্রঃ ১. বারাসত থেকে অভিজিৎ বসু : স্ত্রী মুখচোরা, লাজুক। শ্বশুর নেই, শাশুড়ি আছেন। উনি চাকুরিরতা। স্মার্ট, শিক্ষিতা। খুব সুন্দর কথা বলেন। বিয়ের পর থেকে স্ত্রীর সঙ্গর চাইতে তার মায়ের সঙ্গই বেশি ভালো লাগত। একবছর আগে আমার স্ত্রী গর্ভবতী হন। তার দেখাশোনার জন্য শাশুড়ি আমার বাড়িতে আসেন। তখন থেকে আমাদের ঘনিষ্ঠতা বাড়তে থাকে। শারীরিকভাবে মিলিত হই। শাশুড়ি অন্তঃসত্তা হয়ে পড়েন। আমার স্ত্রী পুত্রসন্তানের জন্ম দেন। সমস্যা হল, শাশুড়ি কিছুতেই গর্ভপাত করতে রাজি হচ্ছেন না। অনেক বুঝিয়েছি। এখন আমার স্ত্রীও সব জেনে ফেলেছেন। কী করি?

উঃ প্রকৃতপক্ষে আমাদের তাদেরই ভালো লাগে যাদের সঙ্গে মানসিকতার মিল থাকে, যাদের সঙ্গে কথা বলে মানসিক তৃপ্তি পাই। কথা বলতে ভালো লাগা থেকে শুরু করে কখন নিজেদেরই অজান্তে আপনারা কাছাকাছি চলে এসেছেন তা নিজেরাই জানেন না। এদিকে আপনার শাশুড়িও একা। নিঃসঙ্গতার যন্ত্রণায় উনিও ভুগছেন। প্রতিটি মানুষেরই দেহ এবং মনের নানান চাহিদা থাকে। প্রাকৃতিক নিয়মেই আপনারা কাছে এসেছেন। কিন্তু যেহেতু আমরা সমাজবদ্ধ জীব, সেইজন্য সমাজে থাকতে গেলে কিছু নিয়ম-কানুন মেনে চলতেই হয়। মাথায় রাখতে হবে, আপনাদের আচরণের দায় কিন্তু বহন করতে হবে দু-দুটো নির্দোষ শিশুকে। যদি স্ত্রীকে ছেড়ে দেন সেক্ষেত্রেও এই শিশুর ভবিষ্যৎ কী? স্ত্রীই বা কী করবেন? আর শাশুড়ি যদি আপনার সন্তানের জন্ম দেনও তাহলে সেই শিশুরই বা ভবিষ্যৎ কী? সমাজ তাকে কীভাবে মেনে নেবে? সবচেয়ে যেটা সম্মানজনক, সেটাই করা উচিত। শাশুড়িকে বোঝান।

প্রঃ ২. সৌগত রায়, যাদবপুর : ডাক্তারি পড়ার সময় এক সহপাঠিনীর প্রেমে পড়ি। আমরা বিয়ে করব একথা জানার পর মেয়েটিকে তার মা-বাবা বাড়ি থেকে বের করে দেন। আমরা রেজিস্ট্রি ম্যারেজ করি। ও হস্টেলে থাকত। আমার মা-বাবা ওর পড়ার সমস্ত খরচ বহন করতে থাকেন। দুজনেই পাশ করি। হাউস-স্টাফ থাকাকালীন ও এক বিভাগীয় প্রধানের সঙ্গে প্রেমে পড়ে। তাদের উদ্দাম, উচ্ছল প্রেম দেখে স্যারের স্ত্রী আত্মহত্যা করেন। অনেক বুঝিয়েও ওকে ফেরাতে পারিনি। ও আমার কাছ থেকে ডিভোর্স নিয়ে স্যারকে বিয়ে করে। মাঝে বেশ কয়েকবছর কেটে গিয়েছে। স্যার অবসর নিয়েছেন। আমি বিয়ে করিনি। কয়েকমাস আগে ঘটনাচক্রে একই হাসপাতালে আমাদের পোস্টিং হয়। ও আবার আমার সঙ্গে ভীষণভাবে ঘনিষ্ঠ হতে শুরু করেছে। এমনকী স্যারকে ডিভোর্স করে আমাকে বিয়ে করবে বলে জানিয়েছে। আমি কি ওর থেকে দূরে সরে যাব?

উঃ মেয়েটির কাজটা যে সঠিক ছিল না সেটা সে বুঝতে পেরেছে। এইক্ষেত্রে আপনার চাইতে ওঁর মানসিক শক্তি অনেক বেশি। উনি কিন্তু কোনো অবস্থায়ই ভেঙে পড়েননি। নিজের বাবা মাকে ত্যাগ করতে পিছুপা হননি, যে স্বামী তাকে জীবনে প্রতিষ্ঠা এনে দিয়েছে তাকেও অনায়াসে ত্যাগ করেছেন। তার কারণে একজন আত্মহত্যা পর্যন্ত করে ফেললেন, সেই মৃত্যুও তাকে টলাতে পারেনি। এখন দ্বিতীয় স্বামী বৃদ্ধ হয়ে যাওয়ায় তাকে ত্যাগ করলে বিন্দুমাত্র দ্বিধাগ্রস্ত নন উনি। সৌগতবাবু, বিয়ে মানে বিশ্বাস। যেখানে বিশ্বাসযোগ্যতা ব্যাপারটাই থাকে না কিংবা পরস্পরের প্রতি কোনো শ্রদ্ধা থাকে না সেই সম্পর্ককে কি খুব বেশি দূর টেনে নিয়ে যাওয়া যায়? নিজের মনকে প্রশ্ন করুন। উত্তর পেয়ে যাবেন। তার পরেও যদি মনে কোনো দ্বিধা থাকে, তাহলে কাউন্সেলরের কাছে যান। কারণ আমাদের মন বড়ো বিচিত্র। এত কিছুর পরও আবার অনেকে প্রাক্তন প্রেমিক-প্রেমিকাকে বিয়ে করে।

প্রঃ ৩. রূপা বসু, শ্রীরামপুর। আমার স্বামী অ্যাডভোকেট। সম্বন্ধ করে বিয়ে। অবস্থাপন্ন বাড়ির মেয়ে আমি, ইংলিশ মিডিয়ামে পড়াশুনা। লোকে সুন্দরী বলে। বিয়ের পর ফুলশয্যার রাতে, শরীরের নানান ত্রুটি আবিষ্কার করে স্বামী ঘর থেকে চলে যান। প্রতি রাতে একই ঘটনা। ক্রমে জানতে পারি দিদির ঘরে উনি রাত কাটান। এর মধ্যেই অ্যাকসিডেন্টালি আমি প্রেগন্যান্ট হয়ে পড়ি। আমার উপর মানসিক নির্যাতন এমন পর্যায়ে গিয়ে পৌঁছোয় যে, আমার মা আমাকে বাপের বাড়িতে নিয়ে আসতে বাধ্য হন। ছেলের বয়স চার। বহু চেষ্টা করেও চাকরি পাইনি। কী করণীয়?

উঃ সন্তানের ভালোর জন্য বাবা-মাকে অনেক স্বার্থ ত্যাগ করতে হয়। দেখা যায়, সঠিকভাবে মা-বাবার ভালোবাসা পায় না যারা, তাদের মধ্যে নানাধরনের ব্যক্তিত্বের বিকার ঘটে। তার ফলে শিশুটির সঙ্গে সঙ্গে তার পরিবার, সমাজ, এমনকী রাষ্ট্র পর্যন্ত ক্ষতিগ্রস্ত হয়। সবসময় মনে রাখতে হবে, প্রবলেম চিলড্রেন হয় না, প্রবলেম পেরেন্টস হয়। যতদিন না পর্যন্ত আপনাদের সমস্যার সমাধান হচ্ছে ততদিন পর্যন্ত আপনি সন্তান এবং আপনার জন্য খোরপোশ দাবি করতে পারেন।

প্রঃ ৪. বহরমপুর থেকে কৌশিক ঘোষ। কুড়ি বছরের বিবাহিত জীবন। দুটি ছেলে। একটির বয়স ১৮, আরেকটি ২ বছরের। জয়েন্ট ফ্যামিলি। ভাইপো-ভাইঝি সহ পরিপূর্ণ সংসার। হঠাৎ একদিন দুপুরবেলা অফিস থেকে বাড়ি ফিরে স্ত্রীকে কুড়ি বছর বয়স্ক ভাইপোর সঙ্গে আপত্তিজনক অবস্থায় আমারই ঘরে

আবিষ্কার করি। আমার বড়ো ছেলে কলকাতার কলেজ হস্টেলে থাকে। প্রচন্ড অশান্তি হয়। আমার স্ত্রী স্বীকার করেন, আজ পাঁচ-ছয় বছর ধরে ভাইপোর সঙ্গে সম্পর্ক। ২ বছরের সে ছেলেটিকে আমি নিজের ছেলে বলে এতকাল জানতাম, সেও ওই ভাইপোরই ছেলে। সব জানার পর এখন আমার অবস্থা শোচনীয়। কাউকেই কিছু বলতে পারছি না। মাঝে মাঝে আত্মহত্যা করতে ইচ্ছে করছে। বৃদ্ধ বাবা-মার কথা ভেবে তাও পারছি না।

উঃ আপনার মনের কী সাঙ্ঘাতিক অবস্থা তা সহজেই অনুমেয়। আত্মহত্যার কথা একদম ভাববেন না। ভীরু, কাপুরুষ ছাড়া কেউ আত্মহত্যা করে না। জীবন মানেই তো যুদ্ধ। একেকজনের জীবনে একেকরকম সমস্যা। মনে রাখবেন, সমস্যার যিনি সৃষ্টি করেন, সমাধানও তিনিই করেন। আপনি আত্মহত্যা করার আগে যে বৃদ্ধ বাবা-মার কথা চিন্তা করেছেন, এজন্য আপনাকে অশেষ ধন্যবাদ। কারণ, প্রত্যেকটি মানুষেরই উচিত পরের জন্য বাঁচা। আপনার এই পরিস্থিতিকে মোকাবিলা করার জন্য মনের জোরের বিশেষ প্রয়োজন। স্ত্রীকে পরিণতির কথা ভেবে ভাইপোর সঙ্গে সম্পর্ক ত্যাগ করতে বলুন। না বুঝলে কাউন্সেলরের সঙ্গে যোগাযোগ করুন।

প্রঃ ৫. বালিগঞ্জ থেকে সুকল মাইতি। বয়স ৪৮। সন্তানাদি না হওয়ায় বছর পাঁচেক আগে পুত্র সন্তান দত্তক নিই। ভালো বন্ধুত্ব। পরস্পরকে সব কথা বলি। বছর তিনেক আগে হঠাৎ মনে হল, কেন আর আগের মতো ওর প্রতি আকৃষ্ট হই না। অন্য মেয়ের সঙ্গে মেলামেশা করে দেখি তো। স্ত্রীর সম্মতি নিয়ে 'বান্ধবী চাই' বলে কাগজে বিজ্ঞাপন দিই। বান্ধবীদের সম্বন্ধে সবই স্ত্রীকে জানাই। কিন্তু কারোর সঙ্গই আমার ভালো লাগে না। ইতিমধ্যেই একদিন আমার মোবাইলে ফোন আসে। স্ত্রীকে ধরতে বলি। পুরুষকণ্ঠ। সেই শুরু। আস্তে আস্তে তার সঙ্গে আমার স্ত্রীর শুরু হয় উদ্দাম প্রেম। বছর দুয়েক ধরে চলতে থাকে। স্ত্রী সবই বলে আমাকে। ওই পুরুষটির সঙ্গে সম্পর্ক নিয়ে বাড়াবাড়ি শুরু হওয়ায় আমি প্রাইভেট গোয়েন্দা লাগাই। তারা অনেকবারই ওদের আপত্তিকর অবস্থায় ধরে ফেলে ও ছবি তোলে। জানা যায়, ওই ব্যক্তির নাম, পরিচয় সবই মিথ্যা। মেয়েদের ফাঁদে ফেলাই তার কাজ। অবশেষে
স্ত্রী স্বীকার করে, ও লোকটির হাতে পঞ্চাশ হাজার টাকা নগদ এবং দুইলক্ষ টাকার সোনার গয়না তুলে দিয়েছে। এত কিছু জানার পরও ওকে ত্যাগ করতে পারছি না। ক্ষমা করে দিয়েছি। আমি কি ভুল করেছি?

উঃ ক্ষমা মহতের ধর্ম, খুব বড়ো এবং উদার মন না হলে ক্ষমা যেমন চাওয়া যায় না, তেমনি ক্ষমাও করা যায় না। আমরা যখন বিয়ে করি তখন পরস্পরের কিছু ভালো গুণকে ভালোবেসে বা পছন্দ করেই তো বিয়ে করি। তাই আমরা যদি আমাদের দাম্পত্যের বিপন্নতার সময় পরস্পরের ভালো গুণগুলিকে আবার আবিষ্কার করতে পারি, তাহলে সম্পর্কটা বেঁচে যায়। আপনি সব ভুলে আবার স্ত্রীকে কাছে টেনেছেন— এরকম প্রেমিক ও স্বামী আজকের পৃথিবীতে দুর্লভ। আপনি কোনো ভুল করেননি। এরফলে আপনার পুরো পরিবারটাই বেঁচে গিয়েছে। বিশেষ করে আপনার দত্তক নেওয়া ছেলে। আমাদের দাম্পত্য সম্পর্কে যখন ফাটল ধরে, তখন আমরা খুব তাড়াতাড়ি অন্যের মিষ্টি কথা, সহানুভূতির দ্বারা প্রভাবিত হই। একটু ভালোবাসা পাবার জন্য মানুষ কী না করতে পারে! তবু আপনারা যে পরস্পর বন্ধুর মতো সব কথা একে অপরকে বলতে পেরেছেন, এটা সত্যিই প্রশংসার বিষয়। আলোচনা করলে সমাধানের পথ আপনিই বেরিয়ে আসবে।

প্রঃ ৬. টালিগঞ্জ থেকে রেখা সিনহা, বয়স ৪৮। স্বামীর সঙ্গে প্রায় ২০ বছর কী শারীরিক, কী মানসিক, কোনো সম্পর্কই নেই। তবুও এক ছাদের তলায় দুটি সম্পূর্ণ পৃথক ঘরে আমরা থাকি। স্বামী তা সত্ত্বেও ভীষণরকম শারীরিক ও মানসিক অত্যাচার করেন। আমাদের একটি কারখানা আছে। সেই কারখানায় কাজ করে এমন একটি ছেলের সঙ্গে আমার বছরতিনেক ধরে সম্পর্ক তৈরি হয়েছে। তবে শারীরিক সম্পর্ক তৈরি হয়েছে বড়োজোর মাস দুয়েক। এবং আশ্চর্যভাবে যেখানে বছর তিনেক আগে পিরিয়ড বন্ধ হয়ে গিয়েছিল, শারীরিক মিলনের পর আমার আবার পিরিয়ড শুরু হয়েছে। জীবনে নতুন স্বাদ পেয়েছি, কিন্তু অপরাধবোধে ভুগছি। কী করব? ছেলেটির বয়স আমার থেকে বছর কুড়ি কম।

উঃ শুরুতেই বলি, বাড়ির পোষা বিড়ালটিও যদি আপনার বাড়িতে খাবার-দাবার না পায় তাহলে সে অন্যের বাড়িতে, অন্যের হাঁড়িতে খাবার জন্য ছোঁক ছোঁক করবেই। ঠিক তেমনি আপনার মন ও শরীর সেই অর্থে স্বামীর আদর থেকে বহুদিন ধরে বঞ্চিত। আপনি শারীরে ও মনে প্রকৃত অর্থে উপোসী। যে ছেলেটির সঙ্গে আপনার সম্পর্ক হয়েছে সে ২০ বছরের ছোটো হওয়া সত্ত্বেও তার সঙ্গে মিলনের ফলে আপনার পিরিয়ড শুরু হয়েছে। যে জীবন অবরুদ্ধ হয়ে পড়েছিল তার দ্বার খুলে গেছে। শুধু মনে রাখবেন, ছেলেটি কি আপনাকে পেয়ে খুশি! সেটা জানুন। প্রয়োজনে ডিভোর্স নিয়ে বিয়ে করতে পারেন। ডিভোর্স না পেলে জীবন যেভাবে চলছে সেভাবেই চলতে দিন।

প্রঃ ৭. সৌমি রায়, দাশনগর : স্বামী সহবাসে অক্ষম। বছর তিনেক বিয়ে হয়েছে। এ নিয়ে দিদি আমার স্বামীর সঙ্গে কথাও বলেছে। ডাক্তারও দেখানো হয়েছে, কিন্তু কোনোকিছুতে তেমন কিছু হয়নি। অন্যদিকে স্বামীর এক বন্ধুর সঙ্গে আমার সম্পর্ক স্থাপিত হয়েছে। স্বামী সবকিছু জানা সত্ত্বেও কোনো বাধা দিচ্ছে না। এমনকী সন্তান ধারণের কথাও বলেছে। আমি কিন্তু ভয়ে সিঁটিয়ে আছি। সন্তান নিলে পরে যদি আমার স্বামী তাকে স্বীকার করে না নেয়, তখন যদি বলে আমি সহবাসে অক্ষম এবং এই সন্তানটি আসলে আমার বন্ধুর। তাহলে কী করব? আমি কি আইনি সহায়তা পাব?

উঃ আপনার স্বামী অক্ষম ঠিকই কিন্তু উদার। লজ্জার কারণে তিনি বন্ধুভাগ্যে সন্তান পেতে চাইছেন। এখন আপনিই ঠিক করুন, এই জটিলতায় জড়িয়ে পড়বেন কিনা! প্রথমত, আপনিই স্বামীর এই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে আদালতে ডিভোর্সের মামলা করতে পারেন। ডিভোর্সের পর দেখাশোনা করে বা পছন্দের যে কাউকে বিয়ে করতে পারেন। অথবা স্বামীর কথা মনে করে গর্ভবতী হতে পারেন। জন্মের প্রমাণপত্র, স্কুলের খাতায় বাচ্চার বাবার নাম হিসেবে আপনার স্বামীর নামই থাকবে।

পরে যদি আপনার স্বামী সন্তানের বিষয়ে কিনোকিছু অস্বীকার করেন, তাহলে তিনি নিজেই প্রতারণার অভিযোগে অভিযুক্ত হবেন। তাছাড়া সামাজিক লজ্জার ভয়ও আছে। দ্বিতীয় সিদ্ধান্তের ক্ষেত্রে কিছুটা ঝুঁকি থেকেই যাচ্ছে। নিজে সিদ্ধান্ত নিতে না পারলে কাউন্সেলরের সাহায্য নিন।

যোগাযোগ : ২৫৫৪-৫৪৪৬, মো : ৯৮৩১২৯৭১৪৭

সেন্ট জন অ্যাম্বুলেন্স
ভর্তি চলছে টালিগঞ্জ কেন্দ্রে
ফার্স্ট এড হোম নার্সিং (প্র্যাকটিক্যাল) ট্রেনিং নিয়ে ১০০ শতাংশ স্থনির্ভর হোন।
রবীন্দ্র সরোবর স্টেডিয়াম
ব্লক-৫এ, রুম-৯, কল-২৯ (দুপুর ১-৩টা),
ফোন : ২৪৬৩-৬০৩১, ফ্যাক্স : ২৪৭৬-১৯৩৫
ই-মেল : stjohnambulancetolly@hotmail.com
ওয়েব : www.stjohnambulancetolly.6m.com